দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

ঢেলে সাজানো হচ্ছে ছাত্রদল

॥ সাইদুর রহমান ॥

বিবাহিত বয়োজ্যেষ্ঠ ও অছাত্র নেতৃত্বের অবসান : চায় কর্মীরা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবার প্রাপ্তবয়স্ক, অছাত্র ও বিবাহিতদের বাদ দিয়ে দলের ত্যাগী ও যোগ্যদের সমন্বয়ে এবার তারুণ্যে নির্ভর কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির ভরাডুবির পর দলের হাইকমান্ড থেকে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের কমিটি গঠনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বরাবরের মতো এবারও কমিটিতে স্থান পেতে ত্যাগী ও যোগ্যদের পাশাপাশি সুবিধাভোগী নেতারা ও প্রতিনিয়ত জোর লবিং তদবির শুরু করেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ছাত্রদল বিবাহিত, বয়োজ্যেষ্ঠ, চাকরিজীবী ও অছাত্রদের নেতৃত্বে চলছিল। এসব নেতৃবৃন্দের অগোছালো কর্মকাণ্ডে ছাত্রদলের রাজনীতিতে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তবে তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা যোগ্য, ত্যাগী ও মেধাবী ছাত্রদের সমন্বয়ে এবার তারুণ্য নির্ভর কমিটি দেয়া হোক। তারা অভিযোগ (১৪শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢেলে সাজানো হচ্ছে

(প্রথম পৃঃ পর)

করেছেন-অছাত্র, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিবাহিতদের হাতে ছাত্রদলের নেতৃত্ব থাকার কারণে সংগঠনটির অনেকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিলেন। এ ধারায় পরিবর্তন না হলে ছাত্রদলে নেতৃত্বে আরও সংকট তৈরি হবে।

ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি খুব শিগগিরই ছাত্রদলের নতুন কমিটি দেয়ার কথা বলেন। এছাড়াও গত কয়েকদিন গণমাধ্যমে খালেদা জিয়া বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন। তবে সবার আগে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সাবেক কয়েকজন ছাত্রনেতা ইতিমধ্যে ত্যাগী ও যোগ্য নেতৃত্ব খোঁজার মিশনে নেমেছেন। বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দের সকলের বয়স প্রায় ৩০ উর্ধ্ব। আবার বেশিরভাগই অছাত্র ও বিবাহিত। এসব অছাত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠদের নেতৃত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। ৯৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি থেকে শুরু করে সদস্য পর্যন্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। আবার অনেকে সন্তানের জনক বনে গেছেন। এছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য শাখারও বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। পাশাপাশি সুবিধাভোগী নেতারা সংগঠিত হয়ে জোর লবিং শুরু করেছে।

সংগঠনটির তরুণ নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবাহিত নেতারা ছাত্র রাজনীতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। এসব নেতারা ক্ষমতাসীন কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। সেই টাকা তারা স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ভোগ করছেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ছাত্রদলে বর্তমানে যে ৮৬টি জেলা শাখা রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোর বয়সই প্রায় সাড়ে ৫ বছর পার হয়েছে। সর্বশেষ ২০০২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গঠিত হয় ওইসব কমিটি। ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং জেলা শাখার কমিটির মেয়াদ দুই বছর। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সভাপতি ও আজিজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি। যথানিয়মে দুই বছর পর ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি আজিজুল বারী হেলালকে সভাপতি ও শফিউল বারী বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিও প্রায় দেড় বছর অবৈধভাবে দায়িত্ব পালন করছে। পরবর্তীতে এ কমিটির পরিধি বাড়িয়ে ৯৪ সদস্যবিশিষ্ট করা হয়। আর জেলা শাখাগুলো সাড়ে ৩ বছর অবৈধভাবে পদ আঁকড়ে রয়েছে। বর্তমান কমিটির অধিকাংশ নেতাই গত জোট সরকারের আমলে চাকরি বাণিজ্য, পদোন্নতি, ঠিকাদারি, ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং টেন্ডারবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের সংগঠন গোছানোর চেয়েও তারা এসব কাজে সময় কাটিয়েছেন বেশি। ছাত্র সংগঠন হিসেবে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, ক্যাম্পাসগুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধি, মোট কথা শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ে তাদের ছিল না কোন ভূমিকা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে সেইসব ইস্যুর বিষয়ে দলটির ছিল নেতিবাচক ভূমিকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোট সরকারের আমলে সংঘটিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও দলটির জন্য নেতিবাচক হয়ে যায়। ২০০১ সালে নির্বাচনে ৪ দল বিজয়ের পর চর দখলের ন্যায় হল দখল, ছাত্রদলের ক্রসফায়ারে বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ড, সাংবাদিক নির্যাতন, জহুরুল হক হলে নিজ দলের কর্মীদের হামলায় খোকন হত্যাকাণ্ড, ২০০৩ সালে শামসুন্নাহার হল ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকের ওপর পুলিশ ও ছাত্রদল নেতাদের হামলা, ছাত্রদল জহুরুল হক হলের সভাপতি তানজিল কর্তৃক মতিঝিলে পুলিশ সদস্য হত্যাকাণ্ড এবং শিক্ষাঙ্গনে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে আঁতাতের ঘটনাগুলো দলটি সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে নেতিবাচক ভূমিকা ফেলে। শুধুমাত্র গত দুই বছরের দলের সংকট মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছাড়া সবাই নিষ্ক্রিয় ছিল। তবে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির পরে নবিবোজেরা আবার সক্রিয় হয়। আর এসব কারণে জুনিয়র, মাঝারি ত্যাগী নেতাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক ক্ষোভ আর ক্ষোভ।

১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছাত্রদল প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটির নেতৃত্বে নিয়মিত ছাত্ররা ছিলেন। কালের আবর্তে সেই ধারার পরিবর্তন হয়। নেতৃত্বে এসেছে অছাত্র ও বিবাহিতরা। আওয়ামী লীগ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ছাত্রলীগের রাজনীতির কাঠামোগত সংস্কার হলেও ছাত্রদল সেক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে।